EPISODE NO- 18

Safe Drinking Water

সায়েন্স কমিউনিকেটর্স ফোরামের পক্ষ থেকে – **মৌবনী মাইতি**

[অডিও– লাঠির শব্দ, পথিকের হাঁপানোর শব্দ]

পথিক : নাঃ- একটু জল না পেলে আর চলছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখন-ও প্রায় এক ঘণ্টার পথ বাকি। তেষ্টায় মগজের ঘিলু শুকিয়ে উঠল। কিন্তু জল চাই কার কাছে? গেরস্তের বাড়ি। দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। বেশি চেঁচাতে গেলে হয়তো লোকজন নিয়ে তেড়ে আসবে। পথেও ত লোকজন দেখছিনে।

[একটু pause]

ঐ তো ঝুড়ি মাথায় একজন আসছে ! ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক খাওয়ার জল কোথায় পাবো। আজকাল যা জলদূষণ বেড়েছে যেখান সেখান থেকে জল খাওয়া যাবেনা।

[ফেরিওয়ালার 'আম চাই আম' ডাক]

পথিক : শুনছেন, বলছি যে একটু ভালো জল কোথায় পাবো বলতে পারেন?

ঝুড়িওয়ালা: অ্যাঁ ? কি? কালো জল? এই তো নালা বয়ে যাচ্ছে পাশ দিয়ে এর থেকে কালো জল আপনি আর কোথাও পাবেননা। বা সোজা এগিয়ে গিয়ে নদীতেও যেতে পারেন। আমাদের গ্রামের সবরকম নোংরা জিনিস ওখানেই ফেলা হয়। তাছাড়া, সবাই ওখানে স্নান করে, গবাদি পশুকে স্নান করায়, বাসন মাজে, কাপড় কাচে – ঐ জল তাতে একেবারে কালো হয়ে গেছে।

পথিক : ইয়ে .. মানে.. আপনি বোধহয় একটু ভুল শুনেছেন। আমি কালো জল বলিনি। আমি বলছিলাম ভালো জল মানে পরিষ্কার খাওয়ার জল।

ঝুড়িওয়ালা : অ্যাঁ? কি বললেন? নাওয়ার জল? আজ্ঞে সে-ও আপনি ঐ নদীতেই পাবেন। ঐ জলেই নাওয়া হয়। আবার ঐ জল-ই অনেকসময়ে খাওয়া হয়।

পথিক : বলেন কি? ওইরকম দূষিত জল পান করা হয়? আপনি জানেন দূষিত জল থেকে কতরকম রোগ হতে পারে?

ঝুড়িওয়ালা : কী? ভোগ? নাঃ! ভোগ দেওয়া এখন বন্ধ হয়ে গেছে।

পথিক : আচ্ছা কালার পাল্লায় পড়েছি। (খানিক চেঁচিয়ে) আমার কিছু লাগবেনা মশাই। আপনি নিজের কাজে যান।

ঝুড়িওয়ালা : লাগবেনা তো বেকার আমার সময় নষ্ট করলেন কেন? লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয়।

['আম চাই আম' ডাক আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে আসে]

পথিক : কি উটকো বিপদ! এখন কি করবো? ঐ তো এক বুড়ো আসছে ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক। ও মশাই, শুনছেন?

বৃদ্ধ : কে ও? গোপ্‌লা নাকি?

পথিক : আজ্ঞে না, আমি পুবগাঁয়ের লোক। একটু জলের খোঁজ কচ্ছিলুম।

বৃদ্ধ : বল কিহে ? পুবগাঁও ছেড়ে এখেনে এয়েছ জলের খোঁজ করতে ? হাঃ, হাঃ, হাঃ । কেন বাপু, সেখানেও বুঝি জলদূষণের সমস্যা? যাই বল বাপু, জলদূষণের সমস্যা কিন্তু বেড়েই চলেছে। তুমি জানো কতভাবে জলদূষণ হয়? বন্যার ফলে মানুষ ও গৃহপালিত পশু পাখির মৃতদেহ জলে মিশে তাকে দূষিত করে। এদিকে নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে উৎপাদিত শিল্প বর্জ্য জলে পড়ে জলকে দূষিত করছে।

পথিক : আজ্ঞে হ্যাঁ তা জানি আমি কিন্তু –

বৃদ্ধ : উহুঁ। মোটেই জানোনা। এগুলো ছাড়াও কিন্তু জলের দূষণের অন্যতম কারণ হল কৃষিকাজ। কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য জমিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন কীটনাশক ও রাসায়নিক সার-এ অনেক ক্ষতিকারক পদার্থ যেমন পারদ, শিসা, আর্সেনিক ইত্যাদি থাকে। এগুলো বৃষ্টির জলে ধুয়ে বিভিন্ন জলাশয় এবং সেখান থেকে নদী ও নদী থেকে সাগরে পড়ছে। এগুলো মাটির নিচের জলের সঙ্গেও মিশে জলকে দূষিত করছে।

পথিক : আজ্ঞে, আমি 'অদূষিত' খাওয়ার জল চাইছিলাম তাই ...

বৃদ্ধ : চাইলেই কি আর পাওয়া যায়? প্রগতির সাথে সাথে যত নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করা হচ্ছে, দূষণের সমস্যাও তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। এতে খাওয়ার জলার বিশুদ্ধতা অন্যতম সঙ্কট হয়ে উঠেছে। দূষিত জল থেকে কলেরা, ডায়েরিয়া আরো কতসব রোগ হয়। সেবার আমার মামারবাড়ির গ্রাম ঘুমড়িতে কলেরা একেবারে মহামারী হয়ে দেখা দিল। জানো মহামারীর পর জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়? এর জন্য জল ফুটিয়ে ব্যবহার করতে হয়, জলের পাত্র সবসময় পরিষ্কার রাখতে হয়। জানো তো?

পথিক : হ্যাঁ জানি আর এও জানি যে এখন বিভিন্ন আধুনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জলের বিশুদ্ধতা মাপা হয়। যেমন total suspended solid বা TSS পদ্ধতি ব্যবহার করে জলের মধ্যে দিয়ে একটি আলো ফেলে দেখা হয় যে জল বিশুদ্ধ কিনা।

বৃদ্ধ : সে যাই বলো, জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে কিন্তু ফিল্টারের ভুমিকা অপরিহার্য। তাছাড়া দূষিত জলকে সূর্যালোকে রেখে দিলে সেখানকার ডায়রিয়া সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া মরে যায়, ৩২০-৪০০ মিমি তরঙ্গদৈর্ঘের অতিবেগুনি রশ্মী জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে এবং অক্সিজেনের অত্যন্ত সক্রিয় রূপ উৎপাদন করে এবং সৌরশক্তি সঞ্চয়ে জলের তাপমাত্রা বেড়ে যায় ৫০ ডিগ্রী সেলসিয়াস-এ। এই অধিক তাপমাত্রায় এই জীবাণুনাশী প্রক্রিয়াগুলো তিনগুণ দ্রুততর হয়। জল থেকে জীবাণু দুর করার জন্য অতিবেগুনি রশ্মি বিকিরণ খুবই কার্যকরী একটা পদ্ধতি। আমার ঠাকুমা তো জলকে বিশুদ্ধ করার জন্য তাতে তুলসিপাতা ফেলে দিতেন। এতে জলের মধ্যে থাকা ব্যকটেরিয়া মরে যায়। সেই জলের কি স্বাদ, ঠিক যেন চিনির শরবৎ। অমন জলের স্বাদ আর কোথাও পেলামনা।

পথিক : আচ্ছা শুনুন, আপনার জল আপনি মাথায় করে রাখুন- আপাতত এখন এই তেষ্টার সময়, যা হয় একটু জল আমার গলায় পড়লেই চলবে-

বৃদ্ধ : তাহলে বাপু তোমার গাঁয়ে বসে জল খেলেই ত পারতে ? পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে জল খেতে আসবার দরকার কি ছিল ? 'যা হয় একটা হলেই হল' ও আবার কিরকম কথা? আর অমন তচ্ছিল্য করে বলবারই বা দরকার কি ? আমাদের জল পছন্দ না হয়, খেও না- বাস্ । গায়ে পড়ে নিন্দে করবার দরকার কি ? আমি ওরকম ভালোবাসিনে। হ্যাঁ

[রাগে গজগজ করিতে করিতে বৃদ্ধের প্রস্থান]

[জানলা খোলার শব্দ]

বৃদ্ধ ১ : কি হে ? এত তর্কাতর্কি কিসের ?

পথিক (স্বগোক্তির সুরে): ওরে বাবা এ তো দেখছি আবার এক বুড়ো।

(জোরে) : আজ্ঞে না, তর্ক নয় । আমি জল চাইছিলুম, তা উনি সে কথা কানেই নেন না- কেবলই সাত পাঁচ গপ্‌প করতে লেগেছেন । তাই বলতে গেলুম ত রেগে মেগে অস্থির !

বৃদ্ধ ১ : আরে দূর দূর ! তুমিও যেমন ! জিজ্ঞেস করবার আর লোক পাওনি ? ও হতভাগা জানেই বা কি, আর বলবেই বা কি ?

পথিক : কি জানি মশাই- জলের কথা বলতেই পাঁচ রকম ফর্দ শুনিয়ে দিলে.

বৃদ্ধ ১ : হুঁ . ভাবলে খুব বাহাদুরি করেছি। তোমায় বোকা মতন দেখে খুব চাল চেলে নিয়েছে। ভারি ত ফর্দ করেছেন। আমি লিখে দিতে পারি, ও যদি পাঁচটা জল বলে থাকে তা আমি এক্ষুনি পঁচিশটা বলে দেব।

পথিক : আজ্ঞে হ্যাঁ কিন্তু আমি বলছিলুম কি একটু খাওয়ার জল -

বৃদ্ধ ১ : কি বলছ ? বিশ্বাস হচ্ছে না ? আচ্ছা শুনে যাও । বৃষ্টির জল, নদীর জল, নালার জল, লেকের জল, পুকুরের জল, নর্দমার জল, সমুদ্রের জল, ঝর্ণার জল, হিমবাহ গলে জল - কটা হয় ? এইসব জল কিন্তু খাওয়ার জল নয়। মনে রাখবে, পৃথিবীর ৭১% জল হলেও খাওয়ার জল কিন্তু মাত্র ৩%। এই বিশুদ্ধ জলের অধিকাংশ-ই আবার হিমবাহের আকারে আছে। তাহলে খাওয়ার জল পাওয়াটা কত সমস্যার কথা ভেবেছ?

পথিক : হ্যাঁ মানে আমি নিজেই একটু জল চাইছিলাম তাই এখন এসব ....

বৃদ্ধ ১ (রেগে গিয়ে) : কী বললে? আমার কথা ভালো লাগলনা? যাও, যাও, মেলা বকিও না। একেবারে অপদার্থের একশেষ !

[সশব্দে জানলা বন্ধ]

পথিক : নাঃ, আর জলটল চেয়ে কাজ নেই- এগিয়ে যাই, দেখি কোথাও পুকুরটুকুর পাই কি না। তবে পুকুরের জল খাওয়া কি উচিৎ হবে? খাওয়ার জলের ph সবসময়ে ৬.৩ থেকে ৯.২-এর মধ্যে হওয়া উচিৎ। তাছাড়া, জলে ক্লোরাইড, শিসা, আর্সেনিক, নাইট্রেট মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে থাকলে কতরকম অসুখের সম্ভাবনা থাকে। নাঃ, যেখান সেখান থেকে জল খাওয়া উচিৎ হবেনা। তাহলে কি করি এখন?

[হঠাৎ commercial হিন্দি গানের কলি ভেসে আসে]

ঐ তো ছোকরা মত একজন আসছে। নেহাৎ এসে পড়েছে যখন, একটু জিজ্ঞাসাই করে দেখি।

[খানিক pause, গানের আওয়াজ আরো স্পষ্ট হবে]

পথিক : মশাই, আমি অনেক দূর থেকে আসছি, এখানে একটু জল মিলবে না কোথাও?

ছোকরা : কি বলছেন? 'জল' মিলবেনা? খুব মিলবে। একশোবার মিলবে ! দাঁড়ান, এক্ষুনি মিলিয়ে দিচ্ছি- জল নল কল - মিলের অভাব কি ? শুধু কি তাই? জলের কতরকম জায়গায় পাওয়া যায় জানেন? জলা, নালা .....

পথিক : এ দেখি আরেক পাগল ! মশাই, আমি সে রকম মিলবার কথা বলিনি।

ছোকরা : তবে কি রকম মিল চাচ্ছেন বলুন ? কি রকম, কোন ছন্দ, সব বলে দিন- যেমনটি চাইবেন তেমনটি মিলিয়ে দেব।

পথিক : ভালো বিপদেই পড়া গেল দেখছি- (জোরে) মশাই! আর কিছু চাইনে, -(আরো জোরে) শুধু একটু জল খেতে চাই!

ছোকরা : ও বুঝেছি । শুধু-একটু-জল-খেতে-চাই। এই ত ? আচ্ছা বেশ। এ আর মিলবে না কেন ? শুধু একটু জল খেতে চাই- ভারি তেষ্টা প্রাণ আই-ঢাই । চাই কিন্তু কোথা গেলে পাই- নিরাপদ জলের নাই ঠাঁই- কি করি বল্ শীঘ্র বল্ নারে ভাই। কেমন ? ঠিক মিলেছে ত?

পথিক : আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব মিলেছে- খাসা মিলেছে- নমস্কার। (স্বগোক্তির কণ্ঠে) নাঃ, বকে বকে মাথা ধরিয়ে দিলে- একটু ছায়ায় বসে মাথাটা ঠাণ্ডা করে নি।

ছোকরা : (উত্তেজিত কণ্ঠে) মিলবে না ? বলি, মেলাচ্ছে কে ? সেবার যখন বিষ্টুদাদা 'বিভূতিভূষণ' কিসের সঙ্গে মিল দেবে খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন 'জলদূষণ' বলে দিয়েছিল কে ? জলদূষণ কাকে বলে জানেন ত ? ভৌত, রাসায়নিক ও জীবাণুঘটিত মিশ্রণের ফলে নিরাপদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে জলের অনুপযোগী হয়ে পড়া। মূলত প্রাকৃতিক

এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারণে এই জলদূষণ হতে পারে। এর ফলে জলের প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। জলদূষণের লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট, যেমন পানীয় জলের কটু স্বাদ; জলাশয়, নদী ও সমুদ্রতীর থেকে আসা দুর্গন্ধ; জলাশয়ে জলজ আগাছার অবাধ বৃদ্ধি; ভূ-পৃষ্ঠের উপরের জলাশয়ে জলচর প্রাণীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়া; জলের উপর ভাসমান তেল ও তৈলাক্ত পদার্থ ইত্যাদি। এসব ছাড়াও অন্য ধরনের দূষণ ঘটছে, যার লক্ষণগুলি স্পষ্ট নয় তাই ... (পথিককে না দেখিয়া) লোকটা গেল কোথায় ? দুত্তোরি!

[অডিও - বুঝলে খোকা, পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। সমুদ্রের জল লবণাক্ত, অতি বিস্বাদ]

পথিক : ঐ তো এক বালককে শিক্ষক পড়াচ্ছে। বড়রা তো পাগল করে দিল, ঐ খোকাকেই ডাকি।

(জোরে) : ওহে খোকা! একটু এদিকে শুনে যাও ত ?

[অডিও – দরজা খোলার শব্দ]

বালকের মামা : কে হে? পড়ার সময়ে ডাকাডাকি করতে এয়েছ?

[কয়েক সেকেন্ডের pause]

মামা : ও! আমি ভাবলাম পাড়ার কোনো ছোকরা আমার ভাগ্নেকে ডাকতে এসেছে। আপনার কি দরকার?

পথিক : আজ্ঞে, জল তেষ্টায় বড় কষ্ট পাচ্ছি – তা কেউ একটু জলের খবর দিতে পারলেনা।

মামা [উত্তেজিত কণ্ঠে] : কেউ বলতে পারলে না? আসুন, আসুন। কি খবর চান, কি জানতে চান, বলুন দেখি ? সব আমায় জিজ্ঞেস করুন, আমি বলে দিচ্ছি।

[দরজা বন্ধ করার শব্দ]

কি বলছিলেন? জলের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না?

পথিক : আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছি -

মামা : আ হা হা ! কি উৎসাহ! শুনেও সুখ হয়! এ রকম জানবার আকাঙ্ক্ষা কজনের আছে, বলুন ত? বসুন! বসুন! [গলা খাঁকারি দিয়ে] জলের কথা জানতে গেলে প্রথমে জানা দরকার, জল কাকে বলে, জলের কি গুণ-

পথিক : আজ্ঞে, একটু খাবার জল যদি-

মামা : আসছে- ব্যস্ত হবেন না। একে একে সব কথা আসবে। জল হচ্ছে দুই ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেন –

পথিক : এই মাটি করেছে !

মামা : বুঝলেন? রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলকে বিশ্লেষণ করলে হয়- হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। আর হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হলেই জল। শুনছেন তো?

পথিক : আজ্ঞে হ্যাঁ, সব শুনছি। কিন্তু একটু খাবার জল যদি দেন, তাহলে আরো মন দিয়ে শুনতে পারি।

মামা : বেশ ত খাবার জলের কথাই নেওয়া যাক না। ! খাবার জল কাকে বলে? না, যে জল পরিস্কার, স্বাস্থ্যকর, যাতে দুর্গন্ধ নেই, রোগের বীজ নেই- কেমন ? এই দেখুন এক শিশি জল- আহা, ব্যস্ত হবেন না । দেখতে মনে হয় বেশ পরিস্কার, কিন্তু অনুবীক্ষন দিয়ে যদি দেখেন, দেখবেন পোকা সব কিলবিল করছে । কেঁচোর মতো, কৃমির মতো সব পোকা- এমনি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অনুবীক্ষন দিয়ে দেখায় ঠিক এত্তো বড় বড়। এই বোতলের মধ্যে দেখুন, ও বাড়ির পুকুরের জল; আমি এইমাত্র পরীক্ষা করে দেখলুম; ওর মধ্যে রোগের বীজ সব গিজ্‌গিজ্‌ করছে- প্লেগ, টুইফয়েড, ওলাউঠা, ঘেয়োজ্বর- ও জল খেয়েছেন কি মরেছেন! এই ছবি দেখুন- এইগুলো হচ্ছে কলেরার বীজ, এই ডিপথেরিয়া, এই নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া- সব আছে। আর এই সব হচ্ছে জলের পোকা- জলের মধ্যে শ্যাওলা ময়লা যা কিছু থাকে ওরা সেইগুলো খায়। আর এই জলটার কি দুর্গন্ধ দেখুন! পচা পুকুরের জল- ছেঁকে নিয়েছি তবু গন্ধ! পুকুরের জলে বা কুঁয়োতে পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট ফেলে জলকে বিশুদ্ধ করা যায়। আবার, ফিটকিরি-ও ব্যবহার করা যেতে পারে। এমনকী জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের শতাংশ পরিমাপ করেও জলের বিশুদ্ধতা মাপা হয়।

পথিক : উঁ হুঁ হুঁ হুঁ করেন কি মশাই! ওসব জানবার কিচ্ছু দরকার নেই-

মামা : খুব দরকার আছে। এসব জানতে হয়- অত্যন্ত দরকারী কথা!

পথিক : হোক দরকারী- আমি জানতে চাইনে, এখন আমার সময় নেই-

মামা : এই ত জানবার সময়। আর দুদিন বাদে যখন বুড়ো হয়ে মরতে বসবেন, তখন জেনে লাভ কি ? জলে কি কি দোষ থাকে, কি করে সে সব ধরতে হয়, কি করে তার শোধন হয়, এসব জানবার মতো কথা নয়? জানেন, পৃথিবীর জলের মাত্র ২.৫% হল বিশুদ্ধ জল এবং বাকি ৯৮.৮% ভূগর্ভস্থ জল বা বরফ। বিভিন্ন জলাশয় থেকে জল সংগ্রহ করে কৃত্রিম উপায়ে তা পরিশোধন করার ফলে সেই জল যখন নিরাপদে পান করার উপযোগী হয়ে ওঠে তখন তাকে বলা হয় পানীয় জল বা পানযোগ্য জল। কিন্তু জলদূষণের ফলে এই পানযোগ্য জলের পরিমাণ-ও আস্তে আস্তে কমে যচ্ছে। কয়েকজন পর্যবেক্ষক অনুমান করেছেন যে ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেকাংশেরও বেশি জল সংক্রান্ত সঙ্কটের সম্মুখীন হবে।

পথিক : আমি নিজেই আপাতত সেই সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছি। তাই বলছিলাম –

মামা : হ্যাঁ, তাই আমাদের এই নিরাপদ খাওয়ার জলের বিষয়ে সচেতন হতে হবে। ডায়রিয়া, কলেরা, জন্ডিস, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগ আসলে জলবাহিত। কেবল বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন জল ব্যবহারের মাধ্যমে জলবাহিত রোগের কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি ২১ শতাংশ কমানো যেতে পারে। সুস্থ থাকার জন্য আমাদের প্রতিদিন এক থেকে সাত লিটার জলের প্রয়োজন। আমাদের শরীরের ৭৫ শতাংশই জল। গবেষকেরা বলেছেন বিশ্বে প্রতি নয়জনের একজন বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার জলের আওতায় নেই।

পথিক : আমি নিশ্চিত আমি সেই একজন ....

মামা : না না। আপনার মত যদি সবাইকে জলের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সচেতন করতে পারতাম তাহলে আর খাওয়ার জলের সমস্যা-ই থাকতনা।

পথিক : নাঃ- এদের সঙ্গে আর পেরে ওঠা গেল না- কেনপই বা মরতে এসেছিলাম এখেন্নে বলি, মশাই, আপনার এখানে নোংরা জল আর দুর্গন্ধ জল ছাড়া ভালো খাঁটি জল কিছু নেই?

মামা : আছে বৈকি! এই দেখুন না বোতলভরা টাটকা খাঁটি 'ডিস্টিল ওয়াটার'- যাকে বলে 'পরিশ্রুত জল'।

পথিক (ব্যস্ত হয়ে) : এ জল কি খায়?

মামা : না, ও জল খায় না- ওতে স্বাদ নেই- একেবারে বোবা জল কিনা, এইমাত্র তৈরি করে আনল- এখনো গরম রয়েছে। আমরা সাধারণত যে জল পান করি বা ব্যবহার করি তাতে প্রাকৃতিক নানা খনিজ,মিনারেল ও আয়রন থাকে। ডিস্টিল ওয়াটারে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ছাড়া আর কোন উপাদান থাকে না অর্থাৎ বিশুদ্ধ H_2O. বুঝলেন তো?

পথিক : না মশাই, কিচ্ছু বুঝতে পারিনি- কিচ্ছু মানি না- কিচ্ছু বিশ্বাস করি না।

মামা : কি বললেন আমার কথা বিশ্বাস করেননা?

পথিক : না, করি না। আমি যা চাই, তা যতক্ষণ দেখাতে না পারবেন, ততক্ষণ কিচ্ছু শুনব না, কিচ্ছু বিশ্বাস করব না।

মামা : বটে কোনটা দেখতে চান একবার বলুন দেখি! আমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি-

পথিক : তাহলে দেখান দেখি । সাদা, খাঁটি চমৎকার, ঠাণ্ডা, এক গেলাস খাবার জল নিয়ে দেখান দেখি । যাতে গন্ধপোকা নেই, কলেরার পোকা নেই, ময়লাটয়লা কিচ্ছু নেই, তা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখান দেখি । খুব বড় এক গেলাস ভর্তি জল নিয়ে আসুন ত।

মামা : এক্ষুণি দেখিয়ে দিচ্ছি- ওরে ট্যাঁপা দৌড়ে আমার কুঁজো থেকে এক গেলাস জল নিয়ে আয় তো!

[ধুপধাপ শব্দ]

নিয়ে আসুক তারপর দেখিয়ে দিচ্ছি । ঐ জলে কি রকম হয়, আর এই নোংরা জলে কি রকম তফাৎ হয়, সব আমি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছি।

[কিছুক্ষণের pause]

এই তো, এইখানে রাখ ট্যাঁপা। এই যে .... একি একি! কি করছেন? জলের গ্লাসটা নিয়ে নিলেন কেন?

[জল খেয়ে পথিকের স্বস্তির সাথে 'আঃ' বলা]

পথিক : বাঁচা গেল!

মামা (ক্রুদ্ধ স্বরে) : এটা কি রকম হল মশাই?

পথিক : পরীক্ষা হল- এক্সপেরিমেন্ট ! এবার আপনি নোংরা জলটা একবার খেয়ে দেখান ত, কি রকম হয়?

মামা (ক্রুদ্ধ স্বরে) : কি বললেন !

পথিক : আচ্ছা থাক, এখন নাই বা খেলেন- পরে খাবেন । আর এই গাঁয়ের মধ্যে আপনার মতো আনকোরা পাগল আর যতগুলো আছে, সব কটাকে খানিকটা করে খাইয়ে দেবেন। যতসব পাগলের দল! স্কুলে সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান' পড়েছিলাম আজ আপনাদের পাগলামিতে তার সাক্ষাৎ পরিচয় পেলাম! তবে সবকিছুরই তো একটা ভালো দিক থাকে। জল খুঁজতে গিয়ে জলদূষণ আর জলকে বিশুদ্ধ করার বিষয়ে আজ অনেক কিছু শিখলাম। ভালো থাকবেন। চললুম!

[জোরে দরজা বন্ধ করার শব্দ]